দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 09 FEB 1994
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৬

83

# আওয়ামী লীগ সুযোগ পেলে বেসরকারী শিক্ষকদের ভাতা করবে ১৫শ' টাকা

## ..... শেখ হাসিনা

।। স্টাফ রিপোর্টার ।।

আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ও জাতীয় সংসদের বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, জাতিকে শোষণ-বঞ্চনার হাত থেকে রক্ষা করতে হলে নিরক্ষরতা দূর করে শিক্ষার আলোয় আলোকিত করতে হবে। নিরক্ষরতা দূরীকরণে চিরাচরিত প্রথার বিলোপ সাধন করে সম্পূর্ণ নতুন কৌশল প্রয়োগ করতে হবে।

তিনি বলেন, আওয়ামী লীগ সুযোগ পেলে বেসরকারী শিক্ষকদের মাসিক ভাতা পনেরশ' টাকা, প্রতিটি গ্রামে একটি করে প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য একবেলা খাবার ব্যবস্থা করবে।

গতকাল দুপুরে ২৯ মিন্টো রোডস্থ বিরোধী দলীয় নেত্রীর বাসভবনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ও জাতীয় সংসদে বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনার সাথে বাংলাদেশ বেসরকারী প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ সাক্ষাৎ করেন। তাদের উদ্দেশে তিনি একথা বলেন। সমিতির সভাপতি মেজর (অবঃ) আছাদুজ্জামান ও মহাসচিব মুনসুর আলী সভানেত্রী শেখ হাসিনাকে

৭-এর পৃঃ ৭-এর কঃ দেখুন

## শেখ হাসিনা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ফুলের তোড়া উপহার দেন। শিক্ষক সমিতির পক্ষ থেকে সভাপতি মেজর (অবঃ) আছাদুজ্জামান তাদের ৪ দফা দাবী এবং তা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আন্দোলনের কর্মসূচীসহ সার্বিক পরিস্থিতি সভানেত্রীকে অবহিত করেন, এবং তাদের ন্যায়সঙ্গত দাবী আদায়ের লক্ষ্যে শেখ হাসিনার আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করেন।

সভানেত্রী শেখ হাসিনা অত্যন্ত ধৈর্যসহকারে শিক্ষক সমিতির নেতৃবৃন্দের বক্তব্য শুনেন এবং তাঁর ভাষণে বলেন, দেশের শিক্ষার মূল লক্ষ্য এমন হতে হবে, যাতে বাংলাদেশের প্রতিটি নাগরিক তার নিজস্ব বুদ্ধিমত্তা ও গুণাবলী বিকাশ সাধনে সক্ষম হন। সমাজের প্রতিটি স্তরে তার এই শিক্ষা সম্পূর্ণরূপে কাজে লাগাতে পারেন এবং সেই সঙ্গে সমাজের চাহিদা মিটাতে পারেন। সমাজের প্রত্যেক মানুষের জন্য শিক্ষা ব্যবস্থায় সমান সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে এবং সকলের জন্য একই ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করতে হবে। সভানেত্রী বলেন, ডঃ কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টের আলোকে সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের লক্ষ্যে আমরা দলের পক্ষ থেকে শিক্ষা সেমিনার করেছি। সুপারিশমালা প্রণয়ন করেছি।

সভানেত্রী শেখ হাসিনা বলেন, জাতিকে শোষণ-বঞ্চনার হাত থেকে রক্ষা করতে হলে নিরক্ষরতা দূর করে শিক্ষার আলোয় আলোকিত করতে হবে। নিরক্ষরতা দূরীকরণে চিরাচরিত প্রথার বিলোপ সাধন করে সম্পূর্ণ নতুন কৌশল প্রয়োগ করতে হবে। এই কার্যক্রম কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের সহায়তায় জাতীয় কল্যাণ কর্মসূচী হিসেবে গ্রহণ করতে হবে।

সভানেত্রী শেখ হাসিনা বলেন, স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধু সরকার ১১ হাজার নতুন প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও ৪৪ হাজার বেকার শিক্ষিত যুবককে শিক্ষক নিয়োগসহ দেশের সমুদয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সরকারী কর্মচারীর মর্যাদা প্রদান করেন। কিন্তু বঙ্গবন্ধু শহীদ হবার পর হতে নতুন প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা বা সাধারণ শিক্ষা বিস্তারে পরবর্তী সরকারসমূহ নিদারুণ ঔদাসিন্য প্রদর্শন করে আসছে।